০১-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৭-০৫-৮৩ মধুবন

ব্রাহ্মণদের সংসার - বেগমপুর (দুঃখহীন দুনিয়া)

আজ বেগমপুরের বাদশাহ তাঁর মাস্টার বেগমপুরের বাদশাহদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । এই সভা সঙ্গমযুগী বাদশাহদের সভা । এই বাদশাহী থেকে তোমরা ভবিষ্যৎ প্রারব্ধ প্রাপ্ত করো । বাপদাদা দেখছিলেন যে, বাচ্চারা সবাই বে-গম অর্থাৎ সবরকম দুঃখের ঊর্ধ্বে গিয়ে বাদশাহ হয়েছে কিনা । ব্রাহ্মণদের সংসার বেগমপুর । আত্মারা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ সংসারের অধিকারী অর্থাৎ বেগমপুরের বাদশাহ । সঙ্কল্পেও দুঃখের লহর থাকবে না, এমন ভাবনাহীন বাদশাহ হয়েছ? সদা সুখময় সংসারে সুখশয্যায় নিজেদের বেগমপুরের বাদশাহ অনুভব করো ? ব্রাহ্মণদের সংসার বা ব্রাহ্মণ জীবনে দুঃখের লেশমাত্র থাকেনা, কারণ ব্রাহ্মণদের ধনভান্ডারে অপ্রাপ্ত কোনও বস্তু নেই । অপ্রাপ্তি দুঃখের কারণ, প্রাপ্তি সুখের সাধন । সুতরাং, সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ অর্থাৎ সুখস্বরূপ । এইরকম সুখস্বরূপ তোমরা হয়েছ ? সুখের সাধন অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে সম্বন্ধ আর সম্পত্তি । একটু ভাবো - তোমরা অবিনাশী সুখের সম্বন্ধ প্রাপ্ত করেছ, করেছ তো, তাই না ! সম্বন্ধেও যদি কোনো একটা সম্বন্ধ কম হয় তো দুঃখের লহর আসে । ব্রাহ্মণ সংসারে বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধ অবিনাশী । কোনও একটা সম্বন্ধেরও অভাব আছে কি ? সর্ব সম্বন্ধ অবিনাশী, তো দুঃখতরঙ্গ কিভাবে সেখানে আসবে ? সম্পত্তির ক্ষেত্রেও সর্ব খাজানা বা সর্ব সম্পত্তির শ্রেষ্ঠ খাজানা জ্ঞান ধন, যা থেকে সকল ধনের প্রাপ্তি স্বতঃই হয়ে যায় । যখন সম্পত্তি, সম্বন্ধ সবকিছু প্রাপ্ত করেছ তবে তো তোমরা বেগমপুর সংসারেই আছ । তোমরা সুখের সংসারে যে বালক সেই মালিক অর্থাৎ বাদশাহ হয়েছ । বাদশাহ হয়েছ নাকি এখন হচ্ছ ? বাপদাদা বাচ্চাদের দুঃখতরঙ্গের কথা শুনে বা দেখে কি ভাবেন ? যে বাচ্চারা সুখসাগরের, যে তোমরা বেগমপুরের বাদশাহ, তবে তাদের দুঃখের লহর কোথা থেকে এলো ! তোমরা নিশ্চয়ই সুখসাগরের বাউন্ডারি থেকে বাইরে চলে যাও । কোনো না কোনো আর্টিফিসিয়াল আকর্ষণ বা নকল রূপের পেছনে আকৃষ্ট হচ্ছ ! ঠিক যেমন পূর্ব কল্পের স্মৃতিচিহ্নরূপ কথাকাহিনীতে দেখানো হয়, সীতা স্বর্নমৃগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মর্যাদার রেখা অর্থাৎ সুখসংসারের বাউন্ডারি (সীমা) পার করেছে, তার ফলস্বরূপ সে কোথায় পৌঁছেছে ? শোক বাটিকায় । যখন বাউন্ডারির ভেতরে আছ তখন জঙ্গলেও মঙ্গল হয়, ত্যাগেও ভাগ্য আছে ; বিনা কড়িতে তোমরা বাদশাহ হয়ে যাও । বেগারি জীবনেও তোমরা প্রিন্সের জীবন যাপন করো । এইরকম অনুভব হয়, তাই না ? সমগ্র সংসার থেকে দূর মধুবনে যখন আসো, তখন কি অনুভব করো ? এক কোনে ছোট একটা জায়গা, কিন্তু এখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে তোমরা বলো যে, সত্যযুগী স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ সংসারে তোমরা পৌঁছে গেছ । তাহলে, জঙ্গলে মঙ্গল অনুভব করো ? করো তো ? রুক্ষ-শুষ্ক পাহাড়কে হীরের মতো শ্রেষ্ঠ সুখের সংসার অনুভব করো ? সংসারই বদলে গেছে, এইরকম তো অনুভব করো, তাই না ! একইভাবে, তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা যেখানেই থাকো, দুঃখের বায়ুমন্ডলের মধ্যেও কমল সমান । দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন, বেগমপুরের বাদশাহ । কোনো দৈহিক রোগের দুঃখের লহর, বা মনে ব্যর্থ ওঠাপড়ার দুঃখের লহর বা বিনাশী ধনের অপ্রাপ্তি বা অভাবের দুঃখের লহর, নিজের দুর্বল সংস্কার-স্বভাবের বা অন্যের দুর্বল সংস্কার -স্বভাবের দুঃখের লহর, বায়ুমন্ডল বা ভাইব্রেশনের আধারে দুঃখের লহর, সম্বন্ধ-সম্পর্কের আধারে দুঃখের লহর নিজের দিকে আকৃষ্ট করে না তো ! তোমরা সেসব থেকে আলাদা, তাই না ? যখন তোমাদের সংসার বদলে গেছে তো সংস্কারও বদলে গেছে । স্বভাব বদলেছে এইজন্য সুখময় সংসারের অংশ হয়েছ তোমরা । বাস্তবে, তোমরা বেগার্স হয়েছিলে অর্থাৎ এই দেহরূপী ঘরও নিজের নয় । বেগার হয়ে গেছ, তাই না ! যতই

হোক, বাবার সর্ব খাজানার মালিকও তো হয়ে গেছ । স্বরাজ্য অধিকারীও হয়ে গেছ । এইরকম নেশা, খুশি থাকে ? একেই বলা হয়ে থাকে বেগমপুরের বাদশাহ । সুতরাং, এখানে সবাই তোমরা বাদশাহ বসে আছো, তাই তো ? তোমাদের বাদশাহীর অবস্থা ঠিক চলছে ? রাজ্য কারবারীরা সব তোমাদের অর্ডারে চলছে ? তাদের কেউই তোমরা-বাদশাহদের ঠকায় না তো ? যারা হ্যাঁ হাজির, হ্যাঁ হুজুর করছে, তারা সব তোমাদের রাজ্য কারবারী ? নিজেদের দরবার বসাও ? রাজাদের তো দরবার বসে, সব দরবারী যথার্থ কাজ করছে কিনা চেক করতে । তোমাদের ধনভান্ডারে সব ধন ভরপুর আছে । তোমাদের ভান্ডার কি এতই পরিপুর্ণ যা মহাদানী হয়ে দান করলেও, ভান্ডার অফুরন্ত থাকবে ? তোমরা এটা চেক করো ? তোমরা ব্রহ্মাকুমার তো হয়ে গেছ, যোগীও হয়ে গেছ, অতএব, এই অসাবধানতার নেশায় নিজেকে চেকিং করতে ভুলে যাওনা তো ? সদা নিজের রাজ্য কারবারীদের চেকিং করো । বুঝেছ তোমরা ! চেকিং করতে জানো তো ! পুরানো অনুভাবীদের মেজরিটির সংগঠন, তাই না ! অনুভাবী অর্থাৎ অথরিটি থাকা । কোন অথরিটি ? স্বরাজ্যের অথরিটি । এইরকম অথরিটি তোমাদের আছে, তাই না ! তোমরা তো মাত্র আজই এসেছ, চেকিং করাতে । সার্টিফিকেট নিতে এসেছ নাকি যথাযথ বাদশাহ হয়েছ কিনা দেখতে এসেছ! তোমরা তো সার্টিফিকেট নিয়ে যাবে, তোমরা কোন ধরণের রাজা, নামেমাত্র রাজা নাকি যেমন কাজ তেমন রাজা, শিশমহলে তোমরা নিজেকে দেখেই নেবে । আচ্ছা -

সুখসংসারে থাকা বেগমপুরের বাদশাহকে, সদা রাজ্য অধিকারী সমর্থ আত্মাদের, সদা সর্বদুঃখতরঙ্গের ঊর্ধ্বে এবং সুখদাতা বাবার প্রিয়, এইরকম অনুভবের অথরিটি থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

দাদীদের সাথে :- বাবা সমান সব বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা পুলকিত হন । সদা বাবা সমান আত্মারা অতি প্রিয় লাগে । সুতরাং, এই সারা সংগঠন সমান আত্মাদের । বাপদাদা সদা সমান বাচ্চাদের তাঁর সাথীরূপে দেখেন । তিনি যখন বিশ্ব পরিক্রমা করেন এবং যখন বাচ্চাদের দেখভাল করতে যান, তখন এমন বাচ্চারাই তাঁর সাথে থাকে । তারা সদা সাথে সাথেই থাকে এইজন্য সমান আত্মারা সদাই যোগী ।
তাদের যোগ লাগাতে হয়না, কিন্তু তারা সদা লাভলীন থাকে । তারা তো আলাদাই নয়, সুতরাং কি স্মরণ করবে ! তাদের স্বাভাবিকভাবে নিজে থেকেই স্মরণ হয় । যেখানে সদা সাথ থাকে তো স্মরণও স্বতঃই থাকে । সমান আত্মাদের স্টেজ হলো সদা সমান হওয়ার এবং অন্তর্লীন হওয়ার । তাইতো সদা প্রতি পদে বাচ্চারা আগে আগে আর পিছনে পিছনে বাবা । সর্বকার্যে সদা আগে । বাচ্চারা সামনে থাকে এবং বাবা শুধু সকাশ দেননা, সদা সাথে থাকার অনুভব করান । বাবা যেমন অন্যদের সকাশ দেন তেমনই সমান বাচ্চারাও সকাশ দেওয়ায় সমর্থ হয়ে গেছে ।যদি নাম্বার ঘোষিত হয় বা নাম্বার দেওয়া হয় তবে কোশ্চেন উঠবে, কিন্তু তোমরা স্বতঃই নম্বরক্রমে সেট হয়ে যাচ্ছ । আচ্ছা-

কুমারদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর মহাবাক্য

গডলি ইয়ুথ গ্রুপ । লৌকিকে সেই ইয়ুথ গ্রুপ নিজের নিজের বুদ্ধি অনুসারে কার্য করছে, কিন্তু তাদের কাজ লোকসান করা । তোমাদের কাজ হলো স্থাপনার কার্যে সদা সহযোগী হওয়া । কখনো কোনও কারণ বা বিঘ্ন এলে তার নিবারণ সহজে করতে পারো ? কুমার গ্রুপের প্রতি বাপদাদার সদা আশা

থাকে । যদি সমগ্র ইয়ুথ সাহস আর উদ্যম বজায় রেখে সদা বিজয়ী হয়, তো বিশ্বে বিজয় পতাকা উড়িয়ে সারা বিশ্ব পরিক্রমা করতে পারে । সদা উড়তি কলায় যাচ্ছ, তোমরা কেউ বন্ধন কলায় যাচ্ছ না তো ? ইয়ুথ গ্রুপ অর্থাৎ যারা সদা শক্তিশালী সেবা করে । ইয়ুথ যা চায় তা' করতে পারে । সেই ইয়ুথরা বিনাশকারী, সেখানে তোমরা স্থাপনার কার্য চালিয়ে যাচ্ছ । তারা অশান্তি ছড়ায় আর তোমরা শান্তির প্রতিমূর্তি, শান্তি ছড়িয়ে দাও । কুমারদের জন্য অনেক প্রস্তুতি করা হচ্ছে । তোমরা এমন শক্তিশালী কুমার যাদের স্থিতি কখনো ওঠানামা করেনা । এটা হতে দিওনা, এখানে তোমার নাম মহিমান্বিত আর ওখানে যাওয়ার সাথে সাথে তোমরা পুরানো দুনিয়ায় ফিরে যাও । কোনো কোনো কুমার প্রথমে অনেক উদ্যম উৎসাহে সেবাতে চলে, কিন্তু যখন সামান্যও দ্বন্দ্ব হয় তো পুরানো দুনিয়াতে চলে যায় । যে জিনিস তুমি ছেড়ে দিয়েছ, সেই জিনিস গিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে কি ভালো লাগে ! তোমরা সবাই পুরানো দুনিয়া তো ছেড়ে দিয়েছ, তাই না ? যদি কোনো রস্যির বাঁধন থাকে তো সেটা ধরেই এগোতে থাকো, সেইজন্য সদা নিজেদের গডলি ইয়ুথ গ্রুপ মনে করো । তোমরা সব কুমাররা রিফ্রেশ হয়ে, খাজানায় ভরপুর হয়ে ফিরে গেলে,তখন তারা তোমাদের দেখে বলবে, তোমরা দেবাত্মা হয়ে এসেছ । এইরকম কোনো চমৎকার প্ল্যান বানাও । ইয়ুথদের দেখে গভর্নমেন্টও ঘাবড়ে যায় । গভর্নমেন্টকেও রাস্তা দেখানোর নিমিত্ত তোমরাই হবে । কুমারদের সদা সেবার শক্তিশালী প্ল্যান বানানো উচিৎ । যাই হোক, সদা স্মরণ এবং সেবার ব্যালেন্স থাকতে হবে । আচ্ছা –

তোমরা নির্বিঘ্ন থাকাকালীন যখন গুড মর্নিং হবে, তখনই তো নির্বিঘ্ন থাকবে, তাই না ! সত্যযুগের গুড মর্নিং যখন হবে তখন তোমরা নির্বিঘ্ন হবে । এখন নির্বিঘ্ন হওয়ার গুড মর্নিং । তোমরা শুভ দিন বলো, তাই না ! তোমরা শুভ প্রাতঃ বললে শুভ প্রাতঃ হয় । শুভ দিন এবং শুভ রাত্রি হয় । সুতরাং সদা নির্বিঘ্ন অর্থাৎ শুভ, এইজন্য নির্বিঘ্ন ভব র গুড মর্নিং । আচ্ছা –

কুমারীদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্যঃ –

কুমারী জীবন অর্থাৎ স্বতন্ত্র জীবন, এই স্বতন্ত্রতার দ্বারা তোমরা কি লাভ করো এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য যিনি বানিয়েছেন, সেই এক –এর থেকে তোমরা কি লাভ করেছ তা' সদা স্মৃতিতে থাকে ? নাকি ভাবো যে তোমরা তো এখনও কলেজে পড়া কুমারী ? সদা স্মৃতিতে রাখো যেমন বাবা তেমন আমি ? বাবা কে ? বাবা সেবক ! সুতরাং সবাই তোমরা সেবা করছো তো ? তোমরা সব কুমারীরা বাবার মালার দানা হয়েছো ? তোমরা নিশ্চিত ? আর কারও গলার মালা তো হবে না ? যারা বাবার গলার মালা হয়ে গেছে, তারা অন্যের গলার মালা হতে পারেনা । তোমাদের কি সঙ্কল্প ছিলো ? স্বপ্নেও আর কোথাও তোমরা যেতে পারো না । তোমরা এইরকম মজবুত ? এক বাবার হয়ে সর্ব ধনভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে গেছ । সর্ব অধিকার ছেড়ে দু'পয়সার পেছনে যাবে কি ! সেই দু'পয়সাও তোমরা পাও যখন তোমাদের দুই চড় লাগানো হয় । প্রথমে দুঃখের, অশান্তির চড় লাগে তারপর দুটো রুটি খাও । এইরকম জীবন তো তোমরা পছন্দ করোনা, তাই না ? কার্যতঃ, কুমারী জীবন ভাগ্যবান জীবন, এখন আরও ডবল ভাগ্যবান হয়ে গেছে । তোমরা সবাই এখন প্র্যাকটিক্যাল পেপার দেবে, তাই না ! কাগজের পরীক্ষা নয় ! সদাসর্বদা এই স্মৃতি রাখতে হবে, আমি সদা শিবশক্তি, আমি কম্বাইন্ড । কুমারীদের কোথাও না কোথাও (বিয়ের পরে) তো যেতেই হয় । তোমরা যদি এমন শ্রেষ্ঠ ঘর খুঁজে পাও তো আর কি চাই ! কুমারীরা ভাবে, ভালো বর, আর সমৃদ্ধশালী

ঘর । এই ঘর কতো সমৃদ্ধশালী, যেখানে কোনও অপ্রাপ্তি নেই । এইরকম ভাগ্য সবার পাওয়া উচিৎ । বাহ্ আমার ভাগ্য সদা এই গীত গাও । চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন সবার ভালো লাগে, তেমনই জ্ঞানের আলো প্রদানকারী হও । জ্ঞান চন্দ্রমাসম হও । যেমন তোমার ভাগ্যতারা চমকিত হচ্ছে, তেমন অন্যের ভাগ্যতারাও চমকিত করো । তখন সবাই তোমাদের বারবার আশীর্বাদ দেবে ।

তোমরা সব কুমারীরা স্কলারশিপ লাভ করবে, তাই না ! স্কলারশিপ প্রাপ্তি অর্থাৎ বিজয়মালায় আসা । এমন তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে, যাতে বিজয়মালায় আসতে পারো ।তোমরা এত যে পালনা নিচ্ছ, তার রিটার্ণ তো দেবে, তাই না ? পালনার রিটার্ণ হলো বাবা সমান হওয়া, স্কলারশিপ নেওয়া । অতএব, সদা এই দৃঢ় সঙ্কল্প রাখো,বিজয়ী হয়ে বিজয়মালার দানা হওয়ার । এই জীবনে সবাই তোমরা সন্তুষ্ট ? কখনো সেই জীবনের খাওয়া-দাওয়া, ঘোরা-ফেরা মনে আসে না তো ? অন্যকে দেখে এইরকম স্মরণে আসে না তো আমরাও একটু চেখে দেখি ! ওই জীবন পতন অভিমুখের আর এই জীবন উত্তরণের । উত্তরণের থেকে কে পতন অভিমুখে যাবে ! সদা এভার রেডি থাকো । নিজের রীতিতে সদা রেডি থাকো । পড়ার রীতি অনুসারে আগ্রহের কোনো বন্ধন নেই । যেখানে কুমারীদের সংগঠন আছে, সেখানে সেবায় বৃদ্ধি অনিবার্য । যেখানে শুদ্ধ আত্মারা সেখানে সদাই শুভ কার্য হয় । সবাই নিজেদের মধ্যে সংস্কার মিলিয়ে নেওয়ার সাবজেক্টে পাস করেছো, তাই না ? কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, দৃষ্টি বৃত্তি কোথাও আকৃষ্ট হয়না । এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই, বিশেষ কুমারীদের এই বিষয়ে সার্টিফিকেট নিতে হবে । নাম যেমন বাল-ব্রাহ্মচারিণী, সেইরকম সঙ্কল্পও পবিত্র হতে হবে, একেই বলা হয়ে থাকে স্কলারশিপ নেওয়া । তারপর তোমরা তো রাইট হ্যান্ড, এমন শিবশক্তি যাদের সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই । এটাই স্মরণে যদি রাখো তো কোনপ্রকারের মায়া তোমাদের কৌশলে ভুলপথে চালিত করতে পারবেনা । আচ্ছা ।

বিদায়ের সময়ঃ - সদগুরুর কৃপা তোমার উত্তরাধিকার, এইজন্য কৃপা করো এই সঙ্কল্প করারও আবশ্যকতা নেই । তোমরা তো বৃক্ষপতিরই বাচ্চা । সুতরাং, বৃহস্পতির দশা, গুরুর কৃপা সব স্বতঃই প্রাপ্ত হয় । চাওয়ার আবশ্যকতাই নেই । চাওয়া থেকে নিস্তার পেয়েছ, সেইসব চাওয়ার সঙ্কল্প করা থেকেও তোমাদের রেহাই দেওয়া হয়েছে । এখনো চাওয়ার কিছু বাকি আছে কি! তোমরা বাবারও মস্তক-মুকুট হয়ে গেছ । এমন বাচ্চা কিসের জন্য চাইবে ! সুতরাং, সকল বাচ্চাদের বৃক্ষপতি দিবসের, বৃক্ষপতির দশার স্মরণ স্নেহ আর অভিনন্দন ।

বরদানঃ- লৌকিক বৃত্তি দৃষ্টির পরিবর্তন করে অলৌকিকতার অনুভবকারী জ্ঞানী আত্মা ভব

তোমরা লৌকিক সম্বন্ধে থাকাকালীন হদের সম্বন্ধ না দেখে আত্মাকে দেখ । আত্মাকে দেখলে হয় তুমি খুশি হবে অথবা দয়া হবে । বেচারী এই আত্মা পরবশ, অ-জ্ঞান, নিরীহ; আমি জ্ঞানবান আত্মা, সুতরাং এই নিরীহ আত্মার প্রতি ক্ষমাশীল মনোভাবে নিজের শুভ ভাবনা দিয়ে বদল করে দেখবো । নিজের বৃত্তি এবং দৃষ্টির পরিবর্তনই অলৌকিক জীবন, যে কাজ অ-জ্ঞানী করে, তা' তোমরা জ্ঞানী তু আত্মা করতে পারোনা । তোমার সঙ্গের রঙে তাদের রঙীন করতে হবে ।

স্লোগানঃ - নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত করাই বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া ।